১১-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অব্যভিচারী স্মরণেই তোমাদের অবস্থা অচল - অটুট হবে । পুরুষার্থ কর, এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু যেন স্মরণে না আসে

প্রশ্ন : - শিববাবা তোমাদের জন্য কোন্ সার্ভিস করেন, বাচ্চারা তোমাদেরই বা কি করতে হবে ?

উত্তর : - সঙ্গমে শিববাবা এসে সব আত্মাদের কবর থেকে বের করেন অর্থাত্, দেহ অভিমানে এসে যে আত্মারা পতিত হয়ে গিয়েছিল তাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করেন । তোমরা, বাচ্চারাও বাবার সাথে সাথে সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য লাইট হাউস হয়ে ওঠো । তোমাদের এক চোখে মুক্তি আর অপর চোখে যেন জীবনমুক্তি থাকে ।

গীত : - এই খেলা কে রচে ছিল •••••

ওম্ শান্তি । বাস্তবে এই গীত ভক্তি মার্গের জন্য । কেউ তো নিশ্চয়ই আছে, যার জন্য এই মহিমা করা হয় । বাচ্চারা খুব ভালো বুঝতে পেরেছে যে, এই মহিমা বাবার জন্য ; যিনি সব কিছু করেন । করণকরাবনহার তিনি। শিখ ধর্মের লোকেরা তাঁর অনেক মহিমা করে, কেননা তাদের ধর্ম নতুন আর এ হলো অনেক প্রাচীন ধর্ম। ওরা গায়ন করে এক ওঙ্কার •••• (ঈশ্বর এক) । ওম্ অর্থ বাবা খুব সহজ রীতিতে বুঝিয়েছেন (ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা) । ওরা তো (ভক্তি মার্গ) অনেক লম্বা - চওড়া অর্থ বুঝিয়েছে । আমি বলছি, আমি পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী । আমি পুনর্জন্মে আসিনা। তোমরা পুনর্জন্ম গ্রহণ কর । বাবা বাচ্চাদের কাছে বসে নিজ পরিচয় দেন । আমি বাচ্চাদের সামনেই প্রত্যক্ষ হই । আমি বাচ্চাদের বুঝিয়েছি, আমিই পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে তোমরা আত্মারা ভক্তি মার্গে স্মরণ করে বলেছ - হে গডফাদার । ওঁনারই মহিমা তিনি পতিত - পাবন, দয়াশীল, মুক্তিদাতা । ওঁনাকে গাইডও বলা হয় । এরা হলো পান্ডব সেনা । পান্ডা (ঈশ্বর) আত্মাদের মুক্তি - জীবন মুক্তির পথ বলে দেন । গায়নও আছে না আমার নৌকা পারে নিয়ে এসো অর্থাত্ জীবন - রূপী তরণীকে উদ্ধার কর । বরাবর পরমাত্মাকে কান্ডারী বলা হয়, বাগবানও (যিনি কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করেন) বলা হয়ে থাকে । বলা হয়, তোমরা কতো আনন্দে ছিলে, সত্য - ত্রেতা যুগে উদ্বেগহীন (বেফিকর) বাদশাহ ছিলে । তোমরা কত বিত্তশালী ছিলে । শ্রীনাথ দ্বারে কতরকমের সুস্বাদু পদ রান্না হয়, ভোগ তৈরি করে খাওয়ানো হয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরে শুধুমাত্র চাল, ডাল (খিচুরি) রান্না হয় । জগন্নাথদেবের মন্দিরের ভিতরে কালো চিত্র (মূর্তি) দেখানো হয়েছে । এখন তোমরা সবাই কালো (অপবিত্র) হয়ে গেছ । শ্রীনাথদ্বারে ফার্স্টক্লাস (শ্রেষ্ঠ) ব্যঞ্জন তৈরি হয় তারপর শ্রীনাথকে ভোগ অর্পণ করা হয় । সেই ভোগ পূজারীরা গ্রহণ করে, বাকিটা দোকানে বিক্রি করে দেয় । এইভাবেই শরীর নির্বাহ করে । তোমরা বাচ্চারা তো স্বর্গের মালিক হও । ওখানে যে ভোগ তোমরা খাও তা দাস - দাসীরাও খেয়ে থাকে । ৩৬ রকমের ভোগ তৈরি হয় । এতো পর্যাপ্ত ভোগ খাওয়া তো সম্ভব নয়, তাই দাস দাসীদেরও দিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু এতেই খুশি হলে হবেনা। সম্পূর্ণ রাজধানী তৈরি হবে আর ওখানে তোমরা খুব আনন্দে থাকবে । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি দ্বারা স্থাপিত স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য তোমরা বাচ্চারাই প্রাপ্ত কর । বলা হয় জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই প্রকারের হয় । সন্ন্যাসীদের হলো হদের বৈরাগ্য, ওরা ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে, তারপর গুপ্ত রূপে

ভারতকে অনেক সাহায্য করে । যেমন বলা হয় যে, বিনাশের পরই স্বর্গের গেট খুলে যায় । একইভাবে সন্ন্যাসীরাও তাদের পবিত্রতার মাধ্যমে সাহায্য করে থাকে, তাই ড্রামাতে ওদেরও মহিমা আছে । বাবা বলেন, এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় । সুতরাং ওদের হলো হদের বৈরাগ্য আর তোমাদের বেহদের বৈরাগ্য । তোমাদের বেহদের বাবা, বেহদের বৈরাগ্য দিয়ে থাকেন । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও বুদ্ধি দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে হবে । এই শরীর এখন পুরানো হয়ে গেছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । দেহ সহ দেহের সব ধর্ম, সব সম্পর্ক ভুলে যেতে হবে। নিজেকে অশরীরী মনে করতে হবে । ওরা তো বলে দেয় আত্মা নির্লেপ (দাগহীন) । যাই কিছু কর না কেন, খাও – পান কর আত্মা দাগহীন থাকে। অনেক মত – মতান্তর আছে । কতো রকম আচার নিয়ম আছে, যে যেমন মত পায় সেই অনুসারেই চলতে থাকে । যেমন এখানে কেউ আদি দেবকে মহাবীর বলে । আবার হনুমানকেও মহাবীর বলা হয় । বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা সবাই মহাবীর –মহাবীরনী । যারা মায়াকে জয় করে মায়াজীত হয়ে ওঠো । শ্রীমত অনুসারে তোমরা পুরুষার্থ করছ । তোমাদের নিজেদের অঙ্গদের মতো হতে হবে, যাকে রাবণ শত চেষ্টা করেও টলাতে পারেনি । তোমরা মহাবীরদের উপর যতই মায়ার তুফান আসুক না কেন, তোমাদের টলাতে পারবেনা । এই স্থিতি এখন তোমাদের হবে না । শেষে গিয়ে হবে । যতই নীতি ভ্রষ্ট সংকল্পের ঝড় আসুক না কেন অটল থাকতে হবে । অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে, ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কিছু যেন স্মরণে না আসে । এতেই পরিশ্রম আছে । শেষ অবস্থায় গিয়ে অচল–অটল স্থিতিশীলতা আসবে । অচল ঘরের স্মৃতি স্মারক আছে না ! তার উপর আছে গুরু শিখর । এখন তোমরা বুঝেছ উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা, যিনি রচয়িতা। প্রথমে কি রচনা করেন, সেটাও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন শিববাবা তারপর সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর । বিষ্ণুর চার ভূজা (বাহু) কেন দেখানো হয়েছে ? এর দ্বারা প্রবৃত্তি মার্গ প্রমাণ হয় , তোমাদের ও প্রবৃত্তি মার্গ ; যা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয় । ব্রাহ্মণ ধর্ম উচ্চ থেকে উচ্চতর । দেবতাদের থেকেও তোমরা উচ্চ কেননা তোমরা সার্ভিস (সেবা) কর । দৈবী ধর্মের স্থাপনা করে তোমরা বিশ্বের মালিক হও । উচ্চ থেকে উচ্চতম এক বাবাই অথবা মহিমার উপযুক্ত এক শিববাবাই ; দ্বিতীয় কেউ নয় । শিববাবার জন্মদিন হলো মুখ্য । বাকিরা তো কেউ সার্ভিস করেনা । লক্ষ্মী – নারায়ণ ও প্রালব্ধ ভোগ করে । এখনতো সবার সামনেই প্রলয় উপস্থিত হতে চলেছে । প্রথম –প্রথম এক শিববাবারই ভক্তি শুরু হয় আর এ হলো ,অব্যভিচারী ভক্তি। এখনতো ভক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যভিচারী হয়ে গেছে । তোমরা শিববাবা এবং প্রত্যেকের বৃত্তি বা পেশাকে জান । এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বাবার কাছে বসে আছ। জান যে, আমরা পুনরায় ভারতকে স্বর্গ করে তুলছি । যারা স্বর্গ তৈরি করে তারাই ওখানে রাজত্ব করে । তারপর লক্ষ্মী –নারায়ণের রাজত্ব চলে এরপর রামের রাজত্ব শুরু হয় । এখন তাদের কি পূজা করবে ? নীচে তো ওদের নামতেই হবে । প্রালব্ধ ভোগ করে নিয়েছে । ব্যস । তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হও । শুঁড় যুক্ত গনেশ, লেজ যুক্ত হনুমান, 8 -10 বাহু যুক্ত দেবী তারা এখন কোথায় গেছে ? এসবই ভক্তি মার্গের বিস্তার । তোমরা জান ভক্তি মার্গে কি হয় ? 63 জন্ম কিভাবে হয় ? এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছে , তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র বর্ণে আসবে --- এই ড্রামা অনাদি , পূর্ব নির্ধারিত । কেউ একে বদলাতে পারবে না । বাজোলী (ডিগবাজি) খেলা হয়না ! তীর্থস্থানে ডিগবাজি খেলতে আসে, আগে এই খেলার অনেক প্রভাব ছিল । এখন তো অনেক মত । এক বাবা ছাড়া অন্য কেউ মুক্তি –জীবনমুক্তি দিতে পারে না । এখন তোমাদের এক চোখে মুক্তি অপর চোখে জীবনমুক্তি । তোমাদের বুদ্ধি বলে, আমরা লাইট হাউস । তোমরা হলে মানুষদের পথপ্রদর্শনকারী লাইট হাউস । প্রথমে যেতে হবে সুইট হোমে । এখন

নাটকের অন্তিম সময় । তোমরা বাচ্চারা জান, এই সত্য গীতা ইত্যাদি কেন তৈরি করা হয় ? যারা কাচা তারা এই শাস্ত্র পড়ে জ্ঞান ধারণ করে পাক্কা হয়ে ওঠে । সবইতো ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আবার গীতা ইত্যাদি নানা শাস্ত্র রচিত হবে । গীতার যে কোনও শ্লোক থেকে উদ্ধৃত একটি অংশ নিয়ে ওরা ব্যাখ্যা করে । গীতায় আছে ভগবানুবাচ । গীতা শুনিয়েছিলেন ভগবান কিন্তু ওরা সেটা জানেনা। বাবা বলেন, এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আমাকে পাওয়া যাবে না । যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি। জ্ঞান হলো দিন আর ভক্তি হলো রাত । আধাকল্প ধরে রাবণ রাজত্ব চলে । রাবণকে কিন্তু চোখে দেখা যায় না । বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায় --- এর মধ্যে কাম, ক্রোধের ভূত আছে । এসব অশুদ্ধ শব্দ সত্য যুগে ব্যবহার হয়না । এখানেতো মানুষ একে অপরকে অপমান করেই চলেছে । সত্য যুগে ওসবের কোনও অস্তিত্বই নেই । এখন তোমরা বুঝেছ পতিত পাবন বাবা স্বর্গের রচয়িতা । স্বর্গ রচনা করে নিজে অন্তর্ধান হয়ে যান । ওনাকে তখন কেউ আর জানতে পারেনা । যদিও শিবের চিত্র থাকে কিন্তু কিছুই জানতে পারেনা ।

শিববাবা কবে , কোথায় আর কিভাবে এসেছিলেন ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এদের অন্তর্নিহিত রহস্য, তারা কোথায় থাকে ? কিছুই জানেনা । লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্য যুগে এতো উচ্চ রাজপদ কিভাবে প্রাপ্ত করেছিল? কলিযুগেতো তারা নেই, কিভাবে তারা রাজত্ব পেয়েছিল -- এসবই এখন তোমরা বুঝেছ । বাচ্চাদের বাবার কাছ থেকে ভালো করে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের ও পড়াতে হবে । বাবা সব বাচ্চাদের ডেকে বলেন -- আমার হারানিধি বাচ্চারা, ও আমার শালিগ্রাম যার শরীর রূপী রথে এসে, তোমাদের বোঝাই ; এই ব্রহ্মার শরীরের আধার গ্রহণ করি । ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম । কোনও সত্সঙ্গে এমন কোনও মানা নেই , যা এখানে করা হয় । বিষ নিয়েই যত লড়াই ঝগড়া, যার কারণেই বাবা বলেছেন --- এই বিষ তোমাদের আদি -মধ্য-অন্ত দুঃখই দিয়ে এসেছে । এটাই হলো প্রথম শ্রেণীর শত্রু। এই কাম মহাশত্রুকে তোমরা জয় কর যা তোমাদের আদি - মধ্য -অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে, যার জন্যই তোমরা ডেকে বল -পতিত পাবন এসো । জান যে, আমরা পতিত তাইতো পবিত্রতার কাছে গিয়ে নমন (প্রণাম) কর । পবিত্রতা রক্ষার কারণেই ওদের স্থান অনেক উঁচুতে (সন্ন্যাসী দের) । ওরাও জানে , আমাদের মতো উচ্চ সমগ্র ভারতে আর কেউ নেই । তোমরা শক্তিরাও ওদের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেছ । যদি স্থূল বাণের কথা হতো তবে, খোড়াই বলা হতো যে, পরমপিতা বাণ ছুড়ে মারার প্রেরণা দিয়েছেন। এ হলো জ্ঞান রূপী বাণ । তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু ওরা বলে ব্রহ্মকুমারী । বলে ব্রহ্মা ভগবান । বাবা বলেন, এ হলো তোমাদের ইমাজিনেশন (ভ্রম, কল্পনা) । এখন তোমাদের কাছে অনেক সন্ন্যাসী আসে । অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসীদের কাছে যায়, গিয়ে বলে -- মহাত্মা জী, আসুন আজ আমার অন্ন গ্রহণ করবেন । অনেক মানুষ তাদের খাতির যত্ন করে, ওরা পবিত্রতার প্রতীক তাই না ! আজকাল তো কিছু দুর্বৃত্ত ও সন্ন্যাসীদের বেশ ধারণ করছে । তোমরাতো সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আর তোমরা হলে রাজঋষি । এখন তোমরা উপর থেকে নীচ (উত্তরণ থেকে পতন) সবটাই বুঝে গেছ । জান আমরা দেবতারাই লক্ষ্মী -নারায়ণ হয়ে প্রালব্ধ ভোগ করি । আধাকল্প পরে যখন অন্যান্য ধর্মের স্থাপনা হয়, তখনই লড়াই ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় । এসবই ড্রামায় নির্ধারিত । তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন স্থূলবতন, সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জেনে নলেজফুল হয়ে গেছ । চক্রকেও জেনে গেছ, চক্রবতী রাজা হওয়ার জন্য । ভারতে ডবল রাজমুকুটধারী রাজা -রানী এই লক্ষ্মী - নারায়ণই ছিলেন । সিঙ্গল তাজধারীরা তাদের নমন করে । তাদের পবিত্রতার শক্তি ছিল । সত্য যুগে তারা ছিল সম্পূর্ণ পবিত্র নির্বিকারী । গায়নও আছে সর্বগুণসম্পন্ন •••••। ওরা কি গায়ন করে ? স্বয়ং পূজারী যেখানে বিকারগ্রস্ত । সমস্ত সৃষ্টি চক্রের খেলা ভারতের উপর আধারিত । ডবল

সিরতাজ আর সিঙ্গল সিরতাজ , এখন তো কোনও তাজই নেই । তোমরা সারা সৃষ্টি চক্রকে বুঝে গেছ - ক্রিয়েটার, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টর কে ? তোমরা জেনেছ , এরপর তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছ । মায়ার যে পাঁক তোমাদের লেগেছে তা এখন পরিষ্কার হচ্ছে। বাবা বলেন, আমি একাধারে ধোপা আবার শ্রেষ্ঠ স্বর্ণকার ও । তোমাদের অলংকার এখন ভট্টিতে ঢালা হয়েছে, এরপর তোমরা খাঁটি অলংকার তৈরি হবে । বাবা হলেন ব্যারিস্টার, তোমাদের ৫ বিকারের জেল থেকে মুক্ত করেন । তোমরা রাবণের জেলে বন্দি হয়ে আছ । জেল থেকে মুক্ত হবার জন্য বাবা আইনি পরামর্শ ও দিয়ে থাকেন । বাবা বলেন, আমি আমার কার্য সম্পন্ন করে তোমাদের রাজ্য -ভাগ্য প্রাপ্ত করিয়ে, আমি অন্তর্ধান হয়ে যাই । তোমরা রাজধানী পেয়ে সুখী হবে আর আমি বাণপ্রস্থে গিয়ে বসে পরবো ।

আচ্ছা, সবচেয়ে ভাগ্যশালী কে ? বাবা বলেন, কন্যারা সবচেয়ে ভাগ্যশালী । বাবা বলেন, আমি তো আমার কর্তব্য পালন করি । তোমরা পতিত দুঃখী হয়ে হাহাকার কর, তাই বাবারও দায়িত্ব থাকে বাচ্চাদের মুক্তি - জীবন মুক্তি দেওয়া । এমন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই । বাকি টাইটেল ওরা যা দেয় সব ভুল । বিনাশকালে মানুষের সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধি হয় । তোমরা বাচ্চারা বাবা-বাবা করতে থাক, মানুষ থোড়াই এর রহস্য বুঝবে । ওরা ভাববে হয়তো লৌকিক বাবাকে স্মরণ করছ । বাচ্চারা তোমরা জান যে, অনেক বার বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছেন । এ হলো ঈশ্বরীয় জ্ঞান । বাবা বলেন, শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ কর, এতেই পরিশ্রম আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) বাবার কাছ থেকে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও পড়াতে হবে। লাইট হাউস হয়ে সবাইকে মুক্তি - জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে ।

২) একমাত্র বাবা, এই অব্যভিচারী স্মরণে নিজের স্থিতিকে একরস অচল -অটল করে তুলতে হবে । মহাবীর হতে হবে ।

বরদান : - উচ্চ স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির হলচলের (অশান্ত) প্রভাব থেকে সরে থাকতে সমর্থ স্বরূপ প্রকৃতিজীত ভব

মায়াজীত তো হতে পেরেছ অর্থাত্ মায়াকে জয় করতে সমর্থ হয়েছ । এখন প্রকৃতিজীতও হয়ে উঠতে হবে, কেননা প্রকৃতি এখন নানা কারণে অশান্ত হয়ে উঠবে । কখনও সমুদ্রের জল উত্তাল হয়ে তার প্রভাব দেখাবে, আবার কখনও ধরিত্রী ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত ইত্যাদি দ্বারা তার প্রভাব দেখাবে । যদি প্রকৃতিজীত হয়ে ওঠো তবে, প্রকৃতির কোনও বিরূপ দোলাচলতা তোমাদের টলাতে পারবেনা । সদা সাক্ষী হয়ে সব খেলা প্রত্যক্ষ করবে । যেমন ফরিস্তাদের সবসময় উঁচু পাহাড়ের উপর দেখানো হয়, তেমনই তোমরা ফরিস্তারা ও সদা উঁচু স্টেজে থাকলে, যত উঁচুতে থাকবে হলচল থেকে স্বতঃ উপরে থাকবে ।

স্লোগান : - নিজের শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন (প্রকম্পন) দ্বারা সব আত্মাদের সহযোগের অনুভূতি করানোই হলো তপস্যা ।